# অবচেতনে বাংলা

সরকার কবিরউদ্দিন

আমার স্ত্রী, বয়ঃপ্রাপ্ত বা বার্ধক্য তত্ত্বাবধানিক (Aged-care) প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর কাছ থেকেই জেনেছি, তাঁরই কেয়ারে থাকা এক রেসিডেন্স, এখন বয়স সত্তরের ওপরে। জন্ম ইটালিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরই এই দেশে এসেছেন, নিতান্তই বালক বয়সে। সেই থেকেই সিডনী বসবাস। একটা বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকায় কলামিস্ট ছিলেন জীবনের একটা দীর্ঘ সময় ধরে। এখন ভদ্রলোক এ্যালযাইমারস্ জটিলতায় ভুগছেন। ইংরেজিতে কথা বলেন না, বলতে পারেন না। ভুলে গেছেন। ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলেন। তার প্রাকৃতিক ভাষায়। এটাই মানুষের আচরণে সহজাত, প্রাকৃতিক নির্বাচন। আমার জন্য যেমন বাংলা।

**বাংলা ভাষা এবং জানা অজানা বিষয়গুলো।**

২০১০ সালের শেষের দিকে ইয়্যুনিভারসিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনীতে বাংলা ভাষা নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ করা হয়েছিলো। ড. মৃদুলা নাথ চক্রবর্তী, দ্যা অস্ট্রেলিয়ান একাডেমী অব দ্যা হিউম্যেনিটিস এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ওয়ার্কশপটির আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশ, ভারত, সিংগাপুর, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় ভাষা-পণ্ডিতরা এই ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষাভাষী প্রতিটি মানুষের কাছে এই বিষয়টি শুখকর এবং আনন্দদায়ক; অস্তিত্বের অনুরণন ধ্বনি।

প্রায় ৩০ কোটি মানুষ, এই পৃথিবী জুড়ে বাংলা ভাষায় কথা বলেন। এই পরিসংখ্যান বাংলা ভাষাকে বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত ভাষার তালিকায় ষষ্ঠ (মতান্তরে সপ্তম) সহানে জায়গা করে দিয়েছে। ব্রিটিশ কলোনিগুলোতে সহজাত প্রয়োজনে ব্যবহার্য  ইংরেজির ভাষার কথা বাদ দিলে, সম্ভবত বাংলা একটি মাত্র ভাষা, যার মাধ্যমে দু'টি দেশের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়।

| ক্রম | ভাষা | মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহারকারী | মোট ব্যবহারকারী জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ম্যান্ডারিন (চৈনিক) | ৮৪,৫০,০০,০০০ | ১০০,২৫,০০,০০০ |
| ২ | স্প্যানিশ | ৩২,৯০,০০,০০০ | ৩৯,০০,০০,০০০ |
| ৩ | ইংরেজি | ৩২,৮০,০০,০০০ | ১৫০,০০,০০,০০০ |
| ৪ | হিন্দি/উর্দু | ২৪,০০,০০,০০০ | ৪০,৫০,০০,০০০ |
| ৫ | আরবি | ২০,৬০,০০,০০০ | ৪০,৮০,০০,০০০ |
| ৬ | বাংলা | ১৮,১০,০০,০০০ | ৩০,০০,০০,০০০ |
| ৭ | পর্তুগীজ | ১৭,৮০,০০,০০০ | ১৯,৩০,০০,০০০ |
| ৮ | রাশিয়ান | ১৪,৪০,০০,০০০ | ২৫,০০,০০,০০০ |
| ৯ | জাপানিজ | ১২,২০,০০,০০০ | ১২,৩০,০০,০০০ |
| ১০ | পাঞ্জাবী | ১০,৯০,০০,০০০ | ১০,৯০,০০,০০০ |

প্রায় ৩০ কোটি মানুষ, এই পৃথিবী জুড়ে বাংলা ভাষায় কথা বলেন।

আমরা সকলেই জানি, বাংলা বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা এবং রাষ্ট্রীয় ভাষাও বটে। বাংলা ভাষা ভারতের স্বীকৃত ২৩টি রাষ্টীয় ভাষার একটি। ভারতে হিন্দির পর বাংলা ভাষাই সাধারণত বহুল ব্যবহৃত সহজাত ভাষা। ভারতের জাতীয়

সংগীত এবং রাষ্ট্রীয় গান (National Song) রচিত বাংলা ভাষায়। পশ্চিম-বঙ্গ এবং ত্রিপুরা, ভারতের দু'টি প্রদেশের সরকারী ভাষা বাংলা। আসামের দ্বৈত-সরকারী ভাষাও বাংলা। ভারতীয় সীমান্ত অন্তর্গত আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপের একটি প্রধানতম ভাষা এই বাংলা। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ভারতীয় সরকার জারকন্দ প্রদেশের দ্বিতীয় সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে ঘোষণা দিয়েছেন। পাকিস্তানের করাচী শহরের সহকারী ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। ডিসেম্বর, ২০০২ সালে বাংলাকে আফ্রিকার সিয়েরেলীয়নের একটি রাষ্টীয় ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আর গফরগাঁও।**

১৯৫২ সাল। ২১শে ফেব্রুয়ারি। বাংলা ভাষায় কথা বলবার অধিকার নিয়ে সরকারী যন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা সামনের কাতারে বুক টান করে দাঁড়ালো, তাঁদের একজন জব্বার। গফরগাঁও'র ছেলে। এই গফরগাঁও'র একটি সংগঠন, "গফরগাঁও থিয়েটার", ১৯৯৭ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিকায়নের প্রস্তাব আনেন। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে স্থাপন করার প্রথম পদক্ষেপ ছিলো এটা; বহু স্বীকৃত তথ্যে এর সমর্থন রয়েছে। ১৯৯৯ সালে, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে উপলক্ষ করে প্রকাশিত একটি সংকলনে "গফরগাঁও থিয়েটার" দু'বছর আগের প্রস্তাবটি আবার তোলেন। এবার শ্লোগানের ভাষায়। মিছিল বের হয়, পোস্টার পড়ে আন্তঃনগর ট্রেনে, দেয়ালে, বাসে, স্কুল-কলেজে; "বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস চাই", "একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাই"।

গফরগাঁও'র পরে এবং গফরগাঁও'র বাইরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাঁদের অবদান প্রধান এবং মূল, তাঁরা হলেন "মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড", কানাডায় বসবাসরত সাতটি ভাষার দশজন সদস্যের একটি গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম অবশ্যই ইতিহাসে গ্রহণযোগ্যতার দাবীদার। ইতিহাসটি রচিত হয় ২৯শে মার্চ ১৯৯৮ সালে। জাতিসংঘের কাছে এক পত্রে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির প্রস্তাব দেন এই ভাষা অনুরাগী গোষ্ঠী। প্রায় এক বছর সাত মাস সময়ের ব্যবধানে, মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড, জাতিসংঘ, ইউনেস্কো, বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর সম্মিলিত চেষ্টায় ২১শে ফেব্রুয়ারিকে, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

প্যারিসে, ২৬শে অক্টোবর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো, জাতিসংঘের স্বপক্ষে ঘোষণা করে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"। এই ঘোষণার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবীর ১৮৮টি দেশের প্রায় ছয় হাজারেরও বেশী মাতৃভাষায় কথা বলবার অধিকারকে সংরক্ষণ করা।

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং জাতিসংঘের ক'টি পোস্টার।**

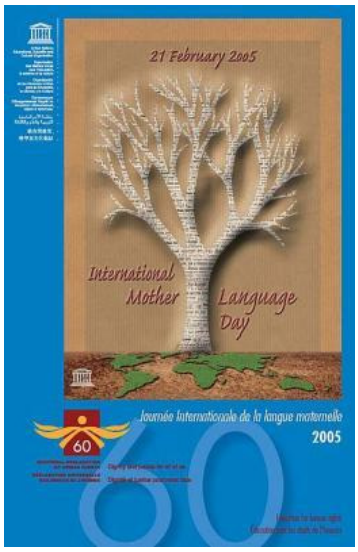

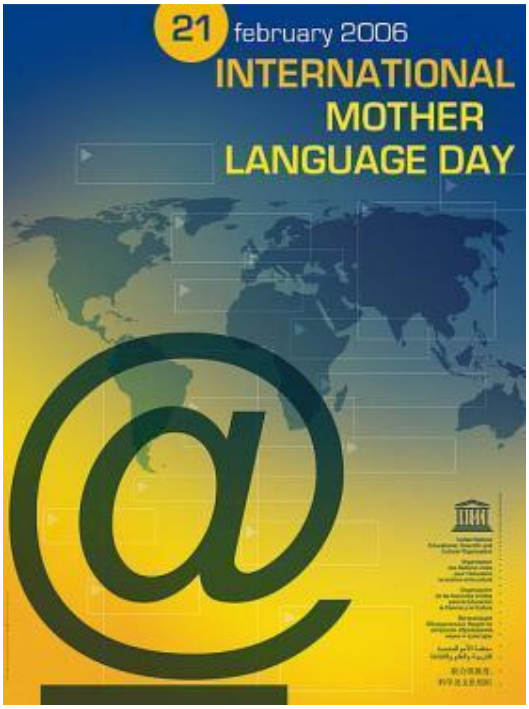
21 february 2006
INTERNATIONAL
MOTHER
LANGUAGE DAY

International Mother Language Day
21 February 2011
Mother
Language

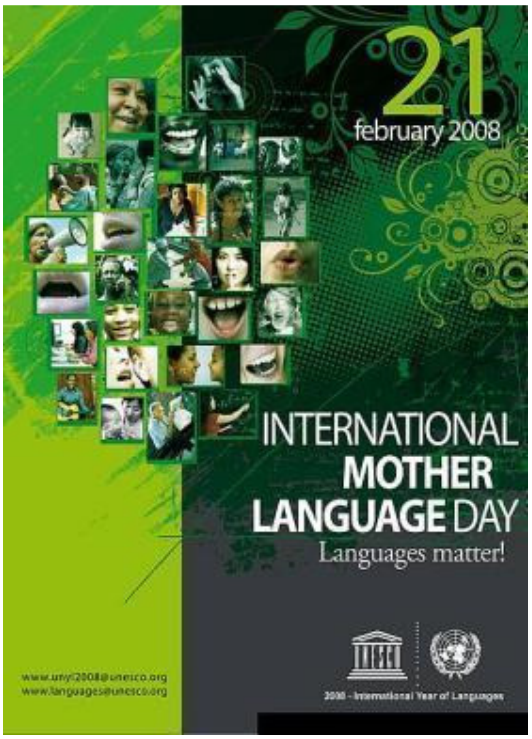
21
february 2008
INTERNATIONAL
MOTHER
LANGUAGE DAY
Languages matter!
www.unyl2008@unesco.org
www.languages@unesco.org
2008 - International Year of Languages

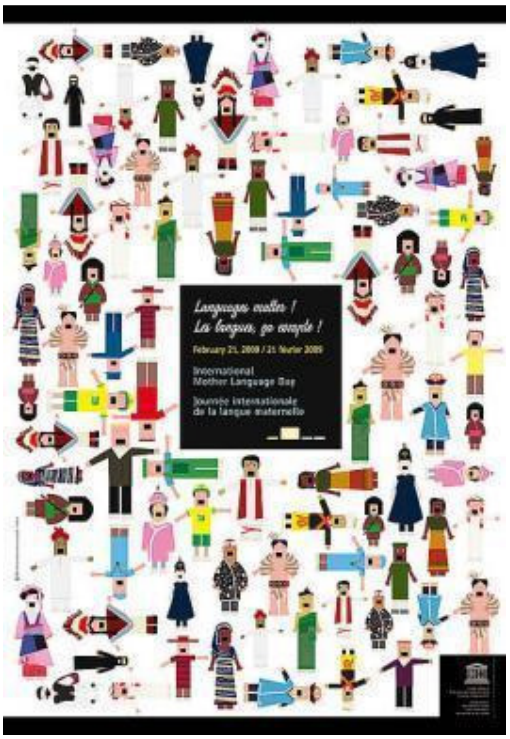
International
Mother Language Day
Journée internationale
de la langue maternelle

**এ্যাশফিল্ড পার্ক, সিডনী ও একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরখণ্ড।**

সিডনী শহরতলী থেকে মাত্র নয় কিলোমিটার দূরত্বে দক্ষিণ-পশ্চিমে এ্যাশফিল্ড। ইয়োরোপীয় উপনিবেশের গোড়াপত্তনের পূর্বে এই এ্যাশফিল্ড ছিলো অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এ্যবরিজীনাল জনগোষ্ঠীর ওয়ানগাল (Wangal) গোত্রের নিবাস, এ্যাশফিল্ড পার্কও এর অন্তর্ভূক্ত ছিলো। ইতিহাস সমৃদ্ধ এ্যাশফিল্ড পার্কের সাথে আর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস যুক্ত হলো ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ সালে। একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার ক'জন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি নেন, যা বাংলা ভাষা আর বাঙালীর জন্য মাইল ফলক। উদ্বোধন করা হলো বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মনুমেন্ট, এ্যাসফিল্ড পার্ক, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া,
উন্মোচনী আনুষ্ঠানিকতা, ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

এই অদ্বিতীয় স্মৃতিসৌধটি একটি সম্পূর্ণ প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বানানো, যার বয়স ৯০০ মিলিয়ন বছরেরও বেশী। প্রায় চার মিটার উঁচু, প্রশস্তে নব্বুই সেন্টি-মিটার এবং একুশ সেন্টি-মিটার পুরু। এর ওপরে সালাম, রফিক, জব্বার এবং বরকতের নাম ২৩ ক্যারেট স্বর্ণ দিয়ে গিল্ট করা।

সিডনীর বাইরে থেকে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্ত থেকে অথবা বাংলাদেশ, আমাদের অতিথি এলে; পর্বতমালা, সমুদ্র সৈকত, অপেরা হাউজ, হারবার ব্রিজের পাশাপাশি আমার এই দম্ভটিও দেখাতে নিয়ে যাই। আমার আইডেন্টিটির অংশ বলে কথা।